অধিবেশন নং ১৪

“

আজকের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়বস্তু:

বাংলাদেশে ফুল চাষের গুরুত্ব

শাপলা (Water Lily)

শাপলা অন্য নাম শালুক বা কুমুদ।

এটি গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের জলজ উদ্ভিদ, তবে কোনো কোনো জাতের শাপলা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও জন্মে। আমাদের দেশের বিল-বাঁওড়ে, গর্ত-ডোবায় এমন। কি মাঠেঘাটে নিচু জমিতে শাপলা আপনা থেকেই জন্মে। এর চাষ করতে হয় না। তবে জাতীয় ফুল শাপলা (Water Lily) অধুনা বাগান-বিলাসীরা উদ্যান ও পুকুরের শোভা বর্ধনকল্পে এর চাষ করে থাকেন।

জাত ও পরিচিতি

শাপলা পানির নিচে অবস্থিত মাটি হতে উৎপন্ন হয়ে পানির উপরে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এর মোথা হতে নলাকৃতি দন্ড মাথায় ফুল নিয়ে পানির উপরে বের হয়। ফুলদন্ডটি ফুলসহ পানির কিছুটা উপরে থাকে। ফুলের বাইরের আবরণটি সবুজ রঙের বৃত্তাংশ দিয়ে ঢাকা থাকে কিন্তু ভেতরের। পাপড়িগুলো থাকে ধবধবে সাদা। সর্বশেষ স্তরের পাপড়িগুলোর মধ্যভাগে থাকে। হলুদ বর্ণের কেশর, তাই খুবই চমৎকার দেখায়। নীলকমল নামে এটির আর একটি প্রজাতি আছে। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। পাপড়ির রঙ কালচে নীল ও সাদা। এ প্রজাতি কবিরাজি ওষুধপত্রে ব্যবহৃত হয়।লাল জাতের প্রজাতির পাপড়িগুলো গাঢ় ও টকটকে লাল রঙের হয়। এদেরকে রক্ত শাপলা বলা হয়।

চাষ প্রণালিঃ মোথা বা কন্দাল ও গোড়ার চারা পানির নিচে মাটিতে পুঁতে জন্মানো যায়। বীজ থেকে জন্মাতে হলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পানি জমার আগে মাটি খুঁচিয়ে বীজ বপন করতে হবে। বাগানে বা পুকুরের নিচু জায়গায় জন্মাতে হলে পানি জমার আগেই বীজ বপন করে নেয়া উত্তম। বীজ বপনের সময় আশপাশের আগাছা শিকড়সহ টেনে ফেলে দিতে হবে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। এর ফুলদণ্ড প্রিয় সবজি। এর ফলটি ভরা বীজ থাকে। এ বীজ থেকে চাল তৈরি করে খই ও ভাত রান্না করা যায়। খই ভাজা যায়। এর মূল থেকে শালুক পাওয়া যায়। শালুক সিদ্ধ করে বা পুড়িয়ে আলুর মতো খাওয়া যায়।

গোলাপ (Rose)

গোলাপকে ফুলের রানি বলা হয়।

গোলাপের গাছ দু’ প্রকার। ঝোপালো ও লতানো।

ঝোপালো : যে জাতের কান্ড খাড়া থাকে এবং ডালা পালা, শাখা-প্রশাখা ঝোপের মতো সেগুলো ঝোপালো জাতি। এই ঝোপালো জাতকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- ক্ষুদ্রাকার ঝোপাকৃতি, বামনাকৃতি এবং বড় ঝোপাকৃতি।

লতানোঃ এ জাতের গাছ সাধারণত লতিয়ে যায়। লতানো জাতের গাছ আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। আড়াই মিটার পর্যন্ত লম্বা গাছকে সেমি ক্লাইম্বার এবং সাড়ে তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা গাছকে ক্লাইম্বারের পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

ফুলের রঙঃ

সাদা, কালো, গোলাপি, লাল, হলুদ, দু’রঙা, ডোরা কাটা ইত্যাদি রঙের হয়ে থাকে। আবার কোনো ফুলের পাপড়ির কিনারা, মধ্যভাগ, ওপর ও নিচে সিঙ্গাল, বর্ণের পার্থক্য ও তারতম্য দেখা যায়।

বর্ণ বা রঙের দিক দিয়ে গোলাপকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

১.এক-রঙা,
২. দু’রঙা,
৩. বহুরঙা,
৪. মিশ্ররঙা,
৫. ডোরা কাটা।

গোলাপের কয়েকটি জাত ও পরিচিতিঃ

- **টি গোলাপঃ** ফুলে চায়ের গন্ধ থাকে। গঠন ও আকৃতি সুন্দর। দীর্ঘদিন ধরে অধিক সংখ্যায় ফুল দেয়। গাছ খাটো ও দুর্বল প্রকৃতির। যেমন- লেডি হেলিংডন, ব্লু বার্ড, ফ্যান্সি হোয়াইট।
- **হাইব্রিড টিঃ** এটা একটি সঙ্কর জাত। ফুল শক্ত ও খাড়া। ফুলের আকার মাঝারি, পাপড়ির সংখ্যা বেশি। ফুল সুগন্ধিময়। যেমন- এলেকস রেড, বনিনুইট, ব্ল্যাক লেডি, ব্ল্যাক পার্ল।
- **হাইব্রিড পারপেচুয়ালঃ** এ জাতের ফুল আকারে ছোট। গাছ ঝোপালো, শক্ত। এরা সারা বছরই অধিক সংখ্যায় ফুল দেয়। ছাঁটাই কম করতে হয়। যেমন- জেনারেল জ্যাক, কুমিনট, আমেরিকান বিউটি ইত্যাদি।
- **পলিয়েন্থাঃ** শঙ্করায়ণের মাধ্যমে এ জাতের উৎপত্তি। ফুলের আকার ছোট কিন্তু সংখ্যায় অধিক ধরে। সারা বছর ফুল পাওয়া যায়। ফুল শক্ত গড়নের। যেমন- বেঁটে পলিয়েন্থা, চ্যাটিলন রোজ, অরেঞ্জ ট্রাম্প, সিফোম।
- **ফ্লোরিবান্ডাঃ** এ শ্রেণীর গাছ ঝোপালো, ছোট ও মাঝারি আকারে ফুল পাওয়া যায়। বোটা শক্ত। অধিক সংখ্যায় ফোটে। ফুল ছোট ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের। এঞ্জেল কেস, বেলোনা, বনবন, ফাস্ট এডিসন, গোল্ড বনি, হাই সামার, গোল্ডেন সাইমন, প্রিসকিলা, বারটন ইত্যাদি ফুল ফ্লোরিবান্ডা জাতের অন্তর্গত।

ভারতে উদ্ভাবিত কয়েকটি গোলাপের জাতঃ

- **লাল বাহাদুরঃ** গাঢ় লাল, শীতকালে কালো রঙ ধারণ করে।
- **সিদ্ধার্থঃ** লাল রঙের পাপড়ির ওপর সবুজ এবং সাদা ডোরা।
- **অভিসারিকাঃ** হলুদ রঙের পাপড়িতে লাল ডোরা দাগ।
- **ড. বি.পি পালঃ** লাল ও অন্য রঙের মিশ্রণ।
- **ড. হোমি ভাবাঃ** সাদা ফুল সারা বছর ফুল ফোটে, প্রায় ৬০টি পাপড়ি হয়।

চাষ পদ্ধতি

আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ ঠান্ডা ও শুকনো আবহাওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময় ছাড়া সারা বছরই গোলাপের নতুন চাষ করা যায়। তবে বর্ষাকালে চাষ করলে উঁচু নিকাশযুক্ত জমিনে বয়স্ক চারা রোপণ করতে হয়। ভাদ্রআশ্বিনে চারা লাগানোই ভালো সময়। তবে সমতল ভূমিতে পৌষ মাস পর্যন্ত লাগানো যায় এবং পাহাড়িয়া এলাকায় মাঘ-ফাল্গন পর্যন্ত রোপণ করা যায়।

জমি নির্বাচনঃ ব্যবসাভিত্তিক উঁচু ডাঙ্গা, প্রশস্ত জমিন এবং গৃহসংলগ্ন বাগান যে স্থানে ৬-৮ ঘণ্টা পর্যন্ত রোদ থাকে, এমন অবস্থানে বাড়ির দক্ষিণ কিংবা পূর্ব পাশে।

মিশ্রণ উপাদানঃ ১০ ভাগ দো-আঁশ উর্বর মাটি, ৩ ভাগ পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার ও অর্ধভাগ বালি, ১ মুঠো সরিষার খইল, ১ চামচ চুন। উপাদানগুলোর পরিমাণ টবের আকার, গাছের বাড় ও সংখ্যার ওপর কমবেশি নির্ভর করে।

চারা বসানোর সময়ঃ অক্টোবর হতে ডিসেম্বর এবং মার্চ হতে এপ্রিল।

চারা সংগ্রহঃ সরকারি-আধাসরকারি বিশ্বস্ত ফার্ম-বেস, নার্সারি প্রতিষ্ঠান অথবা ফুলচর্চাবিদদের কাছে থেকে চারা নির্ধারিত সময়ের আগেই সংগ্রহ করতে হবে। ছোট টব, পট বা পলিথিন ব্যাগের পটে জন্মানো চারা মাটির গোলাসহ সংগ্রহ করতে হবে।

চারা রোপণঃ টবের নিচে ভাঙা চাড়া, ভাঙা সুরকি বিছিয়ে কাঠ-কয়লার একটি স্তর স্থাপনের পর মাটি মিশ্রণ দিয়ে টব ভর্তি করতে হবে। তবে টবের ওপর দিকে যেন ১ ইঞ্চি খালি থাকে। চারা ছোট টব বা জমিন হতে সাবধানতার সাথে মাটির গোলাসহ বিকেলের দিকে বসাতে হবে। চারাটি মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে জোড়ার জায়গাটা সামান্য কিছু উপরে থাকে।

উপরিসার প্রয়োগঃ টবে বা জমিনে চারা ভালোভাবে লেগে যাওয়ার পর প্রতি মাসে বা পনেরদিন অন্তর (৮-১০ ইঞ্চি টবে) ২ চা চামচ খইল অথবা ১ চামচ টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। সপ্তাহকাল গোবর ও খইল ভিজিয়ে পচে যাওয়ার পর (তরল সার) গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করে ৩/৪ দিন পর বেশি করে সাদা পানি সেচ দিতে হবে।

চুন সারঃ ১ লিটার পানিতে ১ চা চামচ চুন তিন মাস পরপর গাছের গোড়ার চারদিকে প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের পর পনেরদিন পর্যন্ত কোনো সার প্রয়োগ করা চলবে না। শুধু সাদা পানি সেচ দিতে হবে।

বয়স্ক গাছে সেচঃ শীতকালে ১০/১২ দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন সেচ দিতে হয়। এছাড়া প্রতিদিন ঝাজরি দিয়ে গাছকে স্নান করিয়ে দেয়া উত্তম। এ সময় ভেজিমেক্স মিশ্রিত পানিও ছিটোনো যায়।

নিকাশঃ গোলাপ গাছ পানিবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, তাই নালা ও টবের ছিদ্র পরিষ্কার রাখতে হবে ।

ফলিয়ার ফিডঃ পাতার মাধ্যমে গাছকে খাদ্য সরবরাহ করা যায়। কয়েক প্রকার রাসায়নিক সার একত্রে মিশিয়ে পাতার মাধ্যমে সার সরবরাহ করা হয়। শীতকালের সকালে এই মিশ্রণ সিঞ্চন করতে হয়।

Thanks!